সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

না-মাহরামদের সাথে মেলামেশার শাস্তি

(Bangla)

9- February -2017

না-মাহরামদের

(অর্থাৎ এমন মহিলা যাদের সাথে বিবাহ বৈধ)

সাথে মেলামেশার শাস্তি

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষন মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বপূর্ণ বাণী হচ্ছে: "যে (ব্যক্তি) আমার প্রতি ১০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার ১০০টি অভাব পূর্ণ করবেন। এর মধ্যে ৩০টি দুনিয়ার এবং ৭০টি আখিরাতের।" **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১ম অংশ, ১/২৫৫, হাদীস নং-২২২৯)**

তুমহারা নাম মুসিবত মে জব লিয়া হোগা, হামারা বিগড়া হুয়া কাম বন গেয়া হোগা।

(যওকে নাত, ৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। ফরমানে **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দুটি মাদানী ফুল:

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

www.dawateislami.net

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষন সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُوا اللّٰه! ,تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রতিটি লোক এই বিষয়টি জানে যে, ইসলামে পর্দার খুবই গুরুত্ব রয়েছে, যতদিন মুসলমান মহিলারা পর্দার মধ্যে ছিলো, ততদিন মুসলমান সমাজ খুবই উন্নতি করেছে কিন্তু যখনি মুসলমানের অন্তর থেকে পর্দা এবং লজ্জার গুরুত্ব কমতে শুরু করেছে, তখনি এর পরিনাম এরূপ হলো যে, সমাজ বিকৃত হতে শুরু করলো, বিভিন্ন ধরনের পাপাচার জন্ম নিতে লাগলো, কুদৃষ্টি প্রসার হয়ে গেলো, অশ্লীলতা ও নগ্নতা শক্ত অবস্থান গড়ে নিল, তাছাড়া অবৈধ প্রেম ভালবাসা মানুষদেরকে ধ্বংস করা শুরু করলো, অবশেষে সমাজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছে গেলো। আজকের বয়ানে আমরা এপ্রসঙ্গে নসীহতের মাদানী ফুল গ্রহণ করবো। আসুন! সর্বপ্রথম একটি শিক্ষনীয় ঘটনা শ্রবণ করি:

শয়তানের ফাঁদ

হযরত সায়্যিদুনা আবদুর রহমান বিন যিয়াদ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: "একবার হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, এমন সময় তাঁর নিকট শয়তান এসে উপস্থিত হলো, সে মাথায় বিভিন্ন রঙের বড় একটি টুপি পরা ছিল, শয়তান তাঁর নিকট আসলো এবং রঙিন টুপিটি মাথা থেকে নামিয়ে তাঁর সামনে রেখে দিলো, অতঃপর বললো: "হে মুসা (عَلَيْهِ السَّلَام)! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কে?" সে উত্তর দিলো: "আমি ইবলিস (শয়তান)।" তিনি তা শুনে বললেন: "তুমি ইবলিস! **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে নিরাপত্তা না দিক বরং তিনি তোমাকে ধ্বংস করুক, তুমি আমার নিকট কেন এসেছো?" সে উত্তর দিলো: "**আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট আপনার মর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে, আপনি **আল্লাহ্ তাআলা**র মনোনিত নবী, তাই আমি আপনার দরবারে সালাম আরয করতে এসেছি।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "এই রঙিন টুপিটি কিসের? তুমি এটি কেন মাথায় দিয়ে রেখেছ?" ইবলিস বলল: "এটি হলো আমার ফাঁদ, এটি দিয়ে আমি মানুষের অন্তর শিকার করি, তাদেরকে আমার ফাঁদে আটকাই এবং তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করি।" এই কথা শুনে তিনি (তিনি) عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام বললেন: "তুমি কী কারণে সৎ লোকদেরকে প্রতারিত কর?" শয়তান বলল: "মানুষ যখন নিজের আমল নিয়ে অহংকারী হয়ে যায়, নিজের আমলকে অনেক বেশি বলে ধারণা করতে শুরু করে এবং গুণাহের কথা ভুলে যায় তখন আমি তাদের উপর প্রধান্য বিস্তার করি এবং তাকে শক্তভাবে পেয়ে বসি। হে মুসা (عَلَیْہِ السَّلَام)! আমি আপনাকে তিনটি বিষয়ে সতর্ক করে দিচ্ছি:

১. কখনো কোন না-মাহরাম মহিলার সাথে একাকী অবস্থান করবেন না। কারণ, মানুষ যখন কোন না-মাহরাম মহিলার সাথে একাকী অবস্থান করে, তখন তাদের দুইজনের মাঝখানে আমি তৃতীয়জন হয়ে অবস্থান নিই, আর তাদেরকে গুণাহে লিপ্ত করিয়ে দিই।

২. যখনই **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট কিছুর ওয়াদা করবেন, তা অবশ্যই পূরণ করবেন আর তা শীঘ্রই পূরণ করবেন। কেননা, যখনই কেউ **আল্লাহ্ তাআলা**র সাথে কিছুর ওয়াদা করে, তখন আমি ও আমার সাথীরা তাকে সেই ওয়াদা পূরণে বাধা প্রদান করি।

৩. যখনই কাউকে কিছু সদকা করার ইচ্ছা করবেন, তৎক্ষণাৎ তা (দিয়ে দিবেন) কার্যতঃ পরিণত করবেন। কেননা, কোন মানুষ যখন এই ধরনের নেক ইচ্ছা পোষণ করে, তখন আমার সাথীরা আর আমি তাকে প্রতারিত করি এবং তাকে সেই নেক আমলটি করার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করি।"

www.dawateislami.net

এই কথাগুলো বলার পর অভিশপ্ত শয়তান হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এর দরবার থেকে চলে গেলো। যাবার সময় সে বলছিলো: হায় আফসোস! মুসা (عَلَيْهِ السَّلَام) আমার তিনটি আক্রমণের কথা জেনে নিলেন। এগুলো দিয়েই তো আমি মানুষকে ধোঁকা দিয়ে থাকি। এখন মুসা عَلَيْهِ السَّلَام তো মানুষদেরকে এগুলো জানিয়ে দিয়ে সাবধান করে দেবেন।" (উয়ূনুল হিকায়াত অনুদিত, ১/১৮৭। উয়ুনুল হিকায়াত আরবী, ১২৩ পৃষ্ঠা)

মুহাব্বাত মে আপনি গুমা ইয়া ইলাহী! না পাওঁ মে আপনা পাতা ইয়া ইলাহী!
রাহো মাস্ত ও বেহুদ মে তেরী ভিলা মে, পিলা জা'ম এয়সা পিলা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তৃতীয়জন শয়তান হয়ে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! শয়তান খোদার সৃষ্টিকে যে সকল হাতিয়ার দ্বারা নিজের শিকারে পরিনত করে, তার মধ্যে একটি হলো না-মাহরাম মহিলার সাথে একাকীত্বে অবস্থান করা। কেননা, যদি কোথাও পুরুষ ও মহিলা একাকীত্বে হয় তখন শয়তান তাদের গুণাহের দিকে প্রলোভিত করে। আসলেই না-মাহরামদের সাথে একাকীত্বে থাকা গুণাহের দরজা খুলে দেয়, যেমনটি **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষানীয় বাণী হচ্ছে: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَاَةٍ اِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ" অর্থাৎ যখনি কোন ব্যক্তি কোন না-মাহরাম মহিলার সাথে একাকীত্বে অবস্থান করে, তখন তাদের সাথে তৃতীয়জন হিসেবে শয়তান অবশ্যই থাকে।" (তিরমীযি, কিতাবুল ফিতন, ৪/৬৭, হাদীস নং-২১৭২)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি পর নারীর সাথে একাকী অবস্থান করে, যদিওবা তারা পবিত্র হয় ও কোন ভাল উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় (কিন্তু) শয়তান তাদের উভয়কে অবশ্যই খারাপ কাজে উৎসাহিত করবে এবং উভয়ের অন্তরে অবশ্যই উত্তেজনা সৃষ্টি করবে। আশঙ্কা রয়েছে যে, গুণাহে লিপ্ত করিয়ে দেয়ার! এজন্য এমন একাকীত্বে সতর্ক থাকা উচিৎ, গুণাহের সম্ভাবনা থেকেও বাঁচা আবশ্যক। জ্বর দমন করার জন্য, সর্দি ও কাশিকেও বন্ধ করো।

(মিরাতুল মানাযিহ, ৫/২১, সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মানাবি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উক্ত হাদীসে পাকের পাদটীকায় বলেন: যখন কোন মহিলা কোন পর পুরুষের সাথে একাকী মিলিত হয়, তখন শয়তানের জন্য তা একটি সুবর্ণ সুযোগ হয়ে থাকে। সে তাদের অন্তরে নোংরা কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে দেয়, তাদের উত্তেজনাকে প্রজ্জলিত করে তোলে, লজ্জা পরিত্যাগ করার ও গুণাহে লিপ্ত হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করে।

(ফয়যুল কাদীর, হরফুল হামজা, ৩/১০২, ২৭৯৫ নং হাদীসের পাদটিকা, সংক্ষেপিত)

মনে রাখবেন! পুরুষের জন্য নিজের জেঠাতো বোন, চাচাতো বোন, মামাতো বোন, ফুফাতো বোন, খালাতো বোনদোর সাথে পর্দা রয়েছে, এদেরকে ইংরেজীতে কাজিন (Cousin) বলে। তাদের সাথে একাকীত্বে অবস্থান করা, অন্তরঙ্গ হওয়া, হাসি ঠাট্টা ইত্যাদি করা খুবই কঠিন বিপদের সম্মুখিন করতে পারে, অনুরূপ মনে রাখবেন! শালী, ভাবী, চাচী, জেঠী, মামীর সাথেও পর্দা রয়েছে। তাদের সাথেও একাকীত্বে অবস্থান করা, অন্তরঙ্গ হওয়ার অনুমতি নেই, যারা এমন করে তাদের সবাইকে **আল্লাহ্ তাআলা**র আযাবের ভয়ে কেঁপে উঠা উচিৎ। কেননা, এমন যেন না হয় যে, **আল্লাহ্ তাআলা**র অসন্তুষ্টির কারণে দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংস হয়ে যাবে, তাছাড়া এটাও মনে রাখবেন যে, কাউকে বাবা, ভাই অথবা সন্তান বানিয়ে নেয়াতে সে সত্যিকার বাবা, ভাই বা সন্তান হয়ে যায় না। তাদের সাথে তো বিবাহও জায়েয। আমাদের সমাজে পাতানো সম্পর্কের প্রচলন অহরহ। কোন পুরুষ কাউকে "মা" বানিয়ে বসে আছে, কোন মেয়ে কাউকে "ভাই" বানিয়ে বসে আছে, তো কোন "মহিলা" কাউকে "সন্তান" বানিয়ে বসে আছে, কেউ কোন যুবতি মেয়ের পাতানো "চাচা" কেউ পাতানো "বাবা" আর তারপর নিঃসংকোচে বেপর্দা হওয়া এবং মিশ্র দাওয়াতে (অর্থাৎ এমন দাওয়াত যেখানে নারী পুরুষ একত্রে থাকে এতে) গুণাহ ও পাপের সেই বন্যা বয়ে যায় যে, اَلْاَمَان وَ الْحَفِيْظ (**আল্লাহ্** আমাদের বাচিঁয়ে রাখুক!) বিপরীত লিঙ্গের সাথে পাতানো সম্পর্ক স্থাপনকারী এবং কারীনিদের **আল্লাহ্ তাআলা**কে ভয় করা উচিত। নিশ্চয় শয়তান কাউকে জানিয়ে আক্রমণ করে না। হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে; "দুনিয়া এবং মহিলাদের (সংস্পর্শ) থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, বনি ইসরাঈলে সর্ব প্রথম ফিতনা মহিলাদের কারণে হয়েছিলো।"

(সহীহ মুসলিম, ১৪৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৭৪২)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় শয়তানের ফাঁদ এবং কামভাবের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বাঁচার জন্য পর পুরুষ ও মহিলাদের পরস্পর পর্দা করা, একাকীত্বে কখনো একত্রিত না হওয়া এবং কুদৃষ্টি থেকে বাঁচা অর্থাৎ নিজের দৃষ্টিকে সংযত রাখা নিতান্ত আবশ্যক। কেননা, কামভাব প্রথম প্রথম নারী ও পুরুষের অন্তরে একে অপরের নৈকট্যের আগ্রহ সৃষ্টি করে, নৈকট্য অর্জিত হওয়ার পর কথাবার্তা শুরু হয় এবং এই কথাবার্তাই ভবিষ্যতে গিয়ে পরস্পর হাসি ঠাট্টা এবং অন্তরঙ্গতার রূপ ধারন করে, যদিও প্রথমদিকে অবৈধ প্রেমের ভূত তার অন্তরে প্রভাব নাও ফেলে বা উভয়ের মধ্যে যেকোন একজনের অন্তরে প্রেম সৃষ্টি হয়েও যায়, সংকোচের কারণে তা প্রকাশ করতে পারেনি, তবে এই অন্তরঙ্গতার পর সাধারণত প্রেম হয়ে যায় এবং তা সহজে প্রকাশও করে দিতে পারে আর এই একপক্ষের প্রেম, উভয় পক্ষে ছড়িয়ে গিয়ে কিরূপ বিপদ এবং গুণাহে লিপ্ত করে দেয়, তা সকল বিবেকবানই অনুমান করতে পারবে। আসুন! অবৈধ প্রেমের আপদ, নিন্দা এবং ধ্বংসযজ্ঞতা সম্পর্কে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত ৫০২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"নেকীর দাওয়াত"** এর ৩৬ পৃষ্ঠার কিছু উদ্ধৃতি শ্রবণ করুন:

অবৈধ প্রেমের ধ্বংসলীলা

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه অবৈধ প্রেমের ধ্বংসলীলা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "অবৈধ প্রেমের এমন আশ্চর্যজনক অবস্থা যে, সাধারণত যে একবার এটার জালে আটকা পড়েছে, এটা থেকে বাঁচা কঠিন হয়ে যায়। আজকাল অবৈধ প্রেমের আগুন খুবই দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে, এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, অধিকাংশ মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী জ্ঞানের অভাব এবং ধর্মীয় পরিবেশ থেকে দূরে থাকা। এই কারণে চারিদিকে গুণাহের বন্যার স্রোত এসেছে। গুণাহে ভরা চ্যানেল, (মোবাইল ফোন) এবং ইন্টারনেট ইত্যাদিতে প্রেমের সিনেমা ও অশ্লীল নাটক দেখে এবং প্রেমবাজদের রঙ চঙ্গা সংবাদ তাছাড়া উপন্যাস, মাসিক ম্যাগাজিন গল্পগুচ্ছের মধ্যে কাল্পনিক প্রেম কাহিনী পড়ে বা কলেজ এবং

www.dawateislami.net

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহশিক্ষা (যেখানে ছেলে মেয়েদের একসঙ্গে হয় এমন) ক্লাসে বসে বা না-মাহরাম আত্মীয়দের সাথে একত্রে মেলামেশা করে পরস্পর অন্তরঙ্গতার চোরাবালিতে ডুবে অধিকাংশ যুবকের কারো না কারো সাথে প্রেম হয়ে যায়। প্রথমে একপক্ষ থেকে হয় পরবর্তীতে যখন প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে অভিহিত করে, তখন অনেক সময় উভয় পক্ষ থেকে প্রেম হয়ে যায় এবং সাধারণত গুণাহ ও নাফরমানীর তুফান বয়ে যায়। ফোনে মন খুলে নির্লজ্জ কথাবার্তা বরং বেপর্দা সাক্ষাত করা শুরু হয়ে যায়, চিঠিপত্র ও উপহারের আদান প্রদান হয়, বিয়ের গোপন কথা ও সমর্থন হয়ে যায়, যদি পরিবার বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় তবে অনেক সময় উভয়ে পালিয়ে যায়, তারপর সংবাদপত্রে তাদের বিজ্ঞপ্তি ছাপানো হয়, বংশের মানসম্মান ধুলোয় মিশে যায়, কখনো "কোর্ট মেরেজ" করে নেয়, তবে **আল্লাহ্**র পানাহ! কখনো বিবাহ ছাড়াই.... এবং কখনো এ নির্দয়দের অবৈধ সন্তানের লাশ ময়লা আবর্জনার স্তুপে পাওয়া যায়, এমনকি এরকমও হয় যে, পালাতে না পারলে আত্মহত্যার পথ বেঁচে নেয়, যার সংবাদ সর্বদা সংবাদপত্রে চাপতে থাকে।

দেখি হে ইয়ে দিন আপনি হি গফলত কি বদৌলত, সাচ হে কেহ বুরে কাম কা আঞ্জাম বুরা হে।
ফরিয়াদ হে এ্যয় কিশতিয়ে উম্মত কে নিগেহবান, বেড়া ইয়ে তাবাহি কে করী'ব আনে লাগা হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অবৈধ প্রেমে মোবাইলের ভূমিকা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা দ্বারা অস্বীকার করা যাবে না যে, বর্তমান যুগে অনেক চারিত্রিক ও সামাজিক মন্দ কাজের পাশাপাশি এই অবৈধ প্রেমকে আরো উন্নতি প্রদানে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে, আজকাল সাধারণত যুবকেরা নফসের চাহিদা পূরণের জন্য "টাইম পাস" করার আড়ালে কোন না কোন পর নারীর সাথে ফোনে কথা বলে থাকে, অতঃপর **SMS**, ওয়াটস-আপ বা ফেইসবুক ইত্যাদির মাধ্যমে এই সম্পর্ককে আরো বৃদ্ধি করে, এভাবে কিছুদিনের মধ্যেই অপরিচিতভাব শেষ হয়ে যায় এবং অশ্লীল আর অবৈধ প্রেমের শেষ না হওয়া সম্পর্ক শুরু হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

মোবাইল এক মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক রোগ

মোবাইল ফোন যেমনটি না-মাহরামদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি এবং হারাম কাজে লিপ্ত করার মাধ্যম, তেমনি এর অন্যান্য ক্ষতি সমূহও সাধারণত দেখা যায়, মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমাদের যুব সমাজ তাদের জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা এবং উপযুক্ততা, নিজের সময় এবং টাকা নষ্ট করাতে ক্ষান্ত হয় না। মোবাইল ফোন মানুষের শরীরের পাশাপাশি তার রূহ এবং মন ও মস্তিষ্ককেও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত করে দেয়, মানুষ শারীরিক রোগে আক্রান্ত হওয়া সেরূপ চিন্তার বিষয় নয়, যেরূপ তার রূহানী, মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়া উদ্ধেগজনক। কেননা, রূহের রোগ মানুষকে দুশ্চরিত্রের দিকে নিয়ে যায় এবং মানসিক রোগ মানুষকে এক আশ্চার্য দ্বন্দ ও অস্থির অবস্থায় লিপ্ত করে দেয় আর মানুষের উজ্জল ভবিষ্যৎকে কলংকিত করে দেয়। মোবাইলের কারণে ব্লাট প্রেসার, বুকের ব্যথা এবং খিটখিটে স্বভাবের ন্যায় রোগ পূর্বের চেয়ে বেড়ে যায় এবং এই খিটখিটে স্বভাব ঘরোয়া পরিবেশের জন্য খুবই ক্ষতির কারণ হচ্ছে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে, কঠোর আইন থাকা স্বত্তেও অনেকে গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোনে কথা বলা বা গান শুনতে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, পেছনের দিকে থেকে আসা গাড়ির হরন না শুনার কারণে বিপদজনক দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে।

দৃষ্টির গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মোবাইল ফোনের এই ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনে সাধারণ মোবাইল ব্যবহার করুন এবং এর মাধ্যমেও অহেতুক **SMS** বা না-মাহরামদের সাথে অন্তরঙ্গ হওয়া থেকে বেঁচে থাকুন, এমনকি কোন পর নারীর উপর দৃষ্টি পড়ে গেলে তখন তার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকানোর পরিবর্তে সাথে সাথেই দৃষ্টিকে নত করে নিন। কেননা, সাধারণত না-মাহরামদের সাথে অন্তরঙ্গতা এবং সম্পর্ক সৃষ্টির শুরুই হয় কুদৃষ্টি থেকে, যদি প্রথমেই এর দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় তবে সেই অশ্লীলতা থেকে বাঁচা সহজ হতে পারে। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক ভাবে আজকাল দৃষ্টির হিফাযত করা হয় না এবং একে হারাম দেখাতে ব্যস্ত রাখা হয়, মনে রাখবেন! আমাদের এই চোখ **আল্লাহ্ তাআলার** অনেক বড় নেয়ামত, এর দ্বারা যেমন

www.dawateislami.net

আমরা হালাল বস্তু দেখে নেকী অর্জন করতে পারি, তেমনি এর ভুল ব্যবহারে আযাবের সম্মুখীনও হতে পারি। যেমন যদি বাধ্যগত সন্তান যখন নিজের পিতা মাতার দিকে ভালবাসার দৃষ্টিতে এক পলক তাকায় তখন এক মকবুল হজ্বের সাওয়াব অর্জিত হয় এবং যদি কেউ না-মাহরামদের দিকে কামভাব সহকারে তাকায় তবে দোযখের আগুনের হকদার হবে। কেননা, না-মাহরাম মহিলাকে দেখা হচ্ছে চোখের যিনা।

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুলাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শিক্ষানীয় বাণী হচ্ছে: "اَلْعَیْنَانِ تَزْنِیَانِ অর্থাৎ চোখও অপকর্ম (যিনা) করে।" (মুসনাদে আহমদ, ২/৮৪, হাদীস নং-৩৯১২) এবং হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; এক রেওয়াতে বর্ণিত রয়েছে যে, "زِنَا الْعَیْنَیْنِ النَّظَرُ অর্থাৎ চোখের অপকর্ম (যিনা) হচ্ছে দেখা।" (আবু দাউদ, কিতাবুন নিকাহ, ২/৩৫৮, হাদীস নং-২১৫২)

চোখে আগুন ঢেলে দেয়া হবে

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: "যে ব্যক্তি নিজের চোখকে বন্ধ (দমন) করতে সক্ষম নয়, সে তার লজ্জাস্থানও হিফাযত করতে পারে না।" (ইহইয়াউল উলূমুদ্দিন, কিতাবু কসরিশ শাহাওয়াতিন, ৩/১২৫) হযরত সায়্যিদুনা আ'লা বিন যিয়াদ رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: "لَا تَتْبَعْ بَصَرَكَ رِدَاءَ الْمَرْاَةِ فَاِنَّ النَّظَرَ یُجْعَلُ فِی الْقَلْبِ شَهْوَةً অর্থাৎ নিজের দৃষ্টিকে মহিলার চাদরের উপরও নিক্ষেপ করো না। কেননা, দৃষ্টি অন্তরে কামভাব সৃষ্টি করে।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, আ'লা বিন যিয়াদ, ২/২৭৭, নম্বর-২২১৭)

আগুনের শলাকা

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আবুল ফরজ আব্দুর রহমান বিন জাওযী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ উদ্ধৃত করেন: "মহিলার সৌন্দর্য্যকে দেখা ইবলিশের তীর সমূহের একটি বিষাক্ত তীর, যে না-মাহরাম থেকে চোখের হিফাযত করেনি, তার চোখে কিয়ামতের দিন আগুনের শলাকা লাগানো হবে।" (বাহারুল দূমু, ১৭১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো একবার! সুরমা লাগানোর সময় আমাদের হাত কাঁপতে থাকে, যদি সুরমার শলাকা চোখের সাথে সামান্য করে লেগে যায় বা সুরমা একটু কড়া হয় তবে আমাদের চিৎকার বের হয়ে যায়, যেখানে সুরমার সামান্য শলাকা আমাদের কাপিঁয়ে তুলে, তবে কুদৃষ্টির কারণে যদি **আল্লাহ্ তাআলা** অসন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং চোখে আগুনের শলাকা লাগিয়ে দেয়া হয়, তবে আমাদের কি অবস্থা হবে। দূর্ভাগ্যজনক ভাবে আজকাল লোকেরা কুদৃষ্টির এমন অভ্যস্থ হয়ে গেছে যে, مَعَاذَاللّٰه ثُمَّ مَعَاذَاللّٰه (**আল্লাহ্**র পানাহ!) যতক্ষন পর্যন্ত না-মাহরাম মহিলার দিকে তাকাবে না ততক্ষন পর্যন্ত তার শান্তি আসে না, তারা তাদের এই অসৎ উদ্দেশ্যকে সফল করতে বাজার, শপিং সেন্টার, বিনোদন পার্ক মোটকথা যেখানে যেখানে বেপর্দা মহিলাদের ভিড় থাকে সেখানে ঘুরাফেরা করে, কুদৃষ্টি দেয় এবং নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে ধ্বংসের পায়তারা করে। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "মিনহাজুল আবেদীন" কিতাবে বলেন: "হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام থেকে বর্ণিত, "নিজেকে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচাও। কেননা, কুদৃষ্টি অন্তরে কামভাবের বীজ বপন করে, অতঃপর কামভাব কুদৃষ্টি প্রদানকারীকে ফিতনায় লিপ্ত করে দেয়।" (মিনহাজুল আবেদীন, ১ম অধ্যায়, আল এ'ন, ৪২ পৃষ্ঠা)

কামিল মু'মিনের পরিচয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, কুদৃষ্টি মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও আস্ত রাখে না, এর কারণে বান্দা **আল্লাহ্ তাআলা**র নাফরমানিতে অগ্রগামী থাকে, সর্বদা তার মন ও মননে শয়তান প্রবিষ্ট হয়ে থাকে, আশ্চর্য অশান্তিময় অবস্থা তার মাঝে চলতে থাকে, নফসের চাহিদা তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, নফসের প্রশান্তির জন্য সে আরো ধ্বংসময় গুণাহে লিপ্ত হয়ে যায়, যেমন অপকর্ম (যিনা) ছাড়াও নিজের হাতেই নিজের যৌবন নষ্ট করতেও কুণ্ঠিত হয় না। কুদৃষ্টি প্রদানকারী যদি জেনে যায় যে, কোন পর পুরুষ তার মা, বোন, স্ত্রী বা মেয়েকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখছে, তবে তার আত্মসম্মানে লাগে এবং সে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে দৃষ্টিপ্রদানকারীকে কড়া ভাষায় কিছু শুনিয়ে দেয় বা অনেক সময় মারামারির পর্যায়েও পৌঁছে য়ায়, কিন্তু যখন সে নিজে কুদৃষ্টি দেয় তখন এই কথাটি কেন ভূলে যায় যে, সে যাদের দেখছে তারাও তো কারো মা, কারো বোন বা কারো স্ত্রী এবং কন্যা।

www.dawateislami.net

মহিলাদের পর্দা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের স্বয়ং নিজের চোখের হেফাযত করতে হবে এবং আমাদের ঘরের মহিলাদেরও ইসলামী বিধান অনুযায়ী পর্দার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করতে হবে, মহিলাদের জন্য পর্দা অত্যন্ত আবশ্যক এবং বেপর্দা হওয়া কখনো কখনো অনেক বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে, আমাদের সমাজে নির্লজ্জতা এবং ফিতনা ফ্যাসাদের একটি মূল কারণ হলো বেপর্দার অশুভ পরিনতি, কিছু হতভাগা স্বাধীনচেতারা মহিলাদের পর্দাকে বন্দিশালা এবং সীমাবদ্ধতা বলে মনে করে আর পর্দা করাকে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ প্রবল অপূর্ণতা বলে মনে করে, এমন লোকদের জানা উচিৎ যে, পর্দা করা বিরক্তিকর নয় বরং রহমত স্বরূপ, পর্দা তো মহিলাদের সম্ভ্রমকে রক্ষা করে, যেন পর্দা মহিলাদের জন্য ঢাল স্বরূপ এবং একজন মুসলমানের জন্য তো এই বিষয়টিই যথেষ্ট যে, পর্দা করার আদেশ আমাদের **প্রতিপালক আল্লাহ্ তাআলাই** দিয়েছেন, যেমন পারা ২২ সূরা আহযাবের ৫৯ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ

(পারা ২২, সূরা আহজাব, আয়াত ৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে নবী! আপন বিবিগণ, সাহেবযাদীগণ ও মুসলমানদের নারীগণকে বলে দিন যেন তারা নিজেদের চাদরের একাংশ স্বীয় মুখের উপর ঝুলিয়ে রাখে।

পারা ১৮ সূরা নূর এর ৩১ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۪

(পারা ১৪, সূরা নূর, আয়াত ১৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিজেদের সাজ-সজ্জাকে প্রদর্শন না করে, কিন্তু যতটুকু স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশ পায় এবং মাথার কাপড় যেন আপন গ্রীবা ও বক্ষদেশের পর্যন্ত ঝুলানো থাকে।

কিন্তু আফসোস! আমাদের সমাজে মহিলারা তো একে পর্দা করে না এবং যে সৌভাগ্যবান ইসলামী বোন এই কোরআনের আদেশের উপর আমল করে তাদের "হুজুরনী" বলে ঘরে উপহাস করা হয়, কখনো যদি (কোন ইসলামী বোন) মহিলাদের কোন অনুষ্ঠানে শরয়ী পর্দা করে চলেও যায়, তবে!!! ✪ কেউ বলে থাকে:

www.dawateislami.net

আরে! এটা কি পরিধান করেছো? খুলে ফেল এটা! ✪ আবার কেউ বলে: হয়েছে! আমরা জানি যে, তুমি অনেক পর্দানশীল হয়েছো, এখন ছাড়তো এসব পর্দা-টর্দা। ✪ কেউ বলে: দুনিয়া উন্নতি করছে আর তুমি সেই পুরোনো ভাব ধরে রেখেছো! مَعَاذَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ এরকম মনে কষ্ট প্রদানকারী কথা দ্বারা শরয়ী পর্দানশীল মহিলার মন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। যদিও আসলেই এই অবস্থা খুবই স্পর্শকাতর এবং শরয়ী পর্দাশীল ইসলামী বোন অনেক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে, কিন্তু সাহস না হারানো উচিত। হাসি-ঠাট্টা অথবা উপহাসকারীগণের সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া বা রাগান্বিত হয়ে ঝগড়া করা খুবই বিপদজনক যে, এরূপ ব্যবহারে সমস্যার সমাধান হওয়ার পরিবর্তে অধিক বিগড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এমতাবস্থায় এটা মনে করে মনকে সান্তনা দেয়া উচিত যে যতক্ষন পর্যন্ত **প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নবুয়তের প্রকাশ করেননি ততক্ষন পর্যন্ত পথহারা কাফিরগণ **তাঁকে** সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতো এবং **তাঁকে** আমিন এবং সাদিক উপাধী দ্বারা স্মরণ করতো। **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দেয়া শুরু করলেন, তখনই কাফির ও মুশরিকরা বিভিন্ন ভাবে কষ্ট, হাসি-ঠাট্টা এবং গালিগালাজ করতে লাগলো, শুধু এতটুকু নয় বরং প্রাণ নাশের চেষ্টায়ও লিপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু কুরবান হয়ে যান! **হুযুরে আনওয়ার, মদীনার তাজেদার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর, **তিনি** কখনো সাহস হারাননি, বরং সর্বদা ধৈর্য সহকারেই কাজ করেছেন। এখন ইসলামী বোনেরা ধৈর্য ধারণ করে একটু চিন্তা করুন যে, যতক্ষন পর্যন্ত আমি ফ্যাশনকারীনী বেপর্দা নারী ছিলাম আমাকে কেউ উপহাস করতো না, আর যখনই আমি শরয়ী পর্দা করা শুরু করলাম, তখনই আমাকে কষ্ট দেয়া শুরু করলো। **আল্লাহ্ তাআলার** কৃতজ্ঞতা যে, আমার দ্বারা অত্যাচারের উপর ধৈর্য্য ধারণ করার সুন্নাত আদায় হচ্ছে। ইসলামী বোনদের উচিৎ যে, যেমনই আঘাত আসুক ধৈর্যহারা হবেন না, আর শরয়ী অনুমতি ছাড়া মুখে কিছু বলবেন না। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত রয়েছে; **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: "হে আদম সন্তান! যদি তুমি কঠিন আঘাতে ধৈর্য ধারণ করো আর সাওয়াবের আকাঙ্ক্ষী হও, তবে আমি তোমার জন্য জান্নাত ছাড়া কোন সাওয়াবে সন্তুষ্ট নই।" **(ইবনে মাজাহ্, ২/২৬৬, হাদীস নং-১৫৯৭)**

www.dawateislami.net

বিলা হিসাব হো জান্নাত মে দাখেলা ইয়া রব!
পড়োসী খুলদ মে সরওয়ার কা হো আতা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পর্দা ও হিজাব কি?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মহিলাদের হিজাব সম্পর্কে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইবনে হাজর আসকালানি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "মহিলাদের হিজাব দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে (অর্থাৎ তারা যেন এভাবে পর্দা করে) পুরুষেরা যেন তাদের কেনভাবেই দেখতে না পারে।" (ফাতহুল বারী, কিতাবুত তাফসীর, ৯/৩৯০, ৪৭৫০ নং হাদীসের পাদটিকা) "মহিলা পর পুরুষের জন্য মাথা থেকে পা পর্যন্ত পর্দার উপযুক্ত (অর্থাৎ লুকোনোর বস্তু)।" (মিরাতুল মানাযিহ, পর্দে কে আহকাম, ১ম অংশ, ৫/১৩) এবং সেই জিনিষকেই লুকানো হয়, যা অপরের দৃষ্টি থেকে বাঁচানো উদ্দেশ্য হয় আর অপর দ্বারা উদ্দেশ্য কে? এসম্পর্কে **আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মহিলা পর্দার মাঝে থাকার বস্তু, فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ অর্থাৎ যখন সে বাইরে বের হয় তখন শয়তান তাকে উঁকি মেরে দেখে।" (তিরমীযি, কিতাবুর রিদা'আ, অধ্যায়-১৮, ২/৩৯২, হাদীস নং-১১৭৬)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: "اِسْتَشْرَفَ এর অর্থ হচ্ছে 'কোন কিছুকে মনোযোগ সহকারে দেখা' বা এর অর্থ হচ্ছে, 'মানুষের দৃষ্টিতে উত্তম করে দেয়া যেন লোক তা মনোযোগ সহকারে দেখে' অর্থাৎ মহিলা যখন বেপর্দা হয় তখন শয়তান মানুষের দৃষ্টিতে তাকে সুন্দর বানিয়ে দেয় যেন তারা অযথা তার দিকে তাকায়, যেমন প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, পর নারী এবং নিজ সন্তানকে উত্তম মনে হয় আর পরের সম্পদ এবং নিজের জ্ঞান বেশি মনে হয়।" (মিরাতুল মানাজিহ, পর্দে কে আহকাম, ২য় অংশ, ৫/১৭)

করে ইসলামী বেহেনে শরয়ী পর্দা,
আতা উন কো হায়া শাহে উমাম হো। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

পর্দা শুধুই মহিলাদের জন্য কেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলাম নিঃসন্দেহে এমন এক পবিত্র ধর্ম, যা মহিলাদের সম্ভ্রম ও সতীত্বের রক্ষক, তাই তো তাকে ঘরে থাকার আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন ঘরে অবস্থান করে উত্তম রূপে গৃহস্থালী কাজ কর্ম আঞ্জাম দিতে পারে, নিজের স্বামীর হক সমূহ এবং সন্তানদের উত্তম লালন পালন করতে পারে এবং নিজের সতীত্ব ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারে। মহিলাদের নিজের ঘরে অবস্থান করা কিরূপ গুরুত্ব বহন করে এবং কিরূপ উপকারীতার জামিন স্বরূপ। আসুন এসম্পর্কে দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৭০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"ইসলামী জিন্দেগী"** এর ১০৫ পৃষ্ঠা থেকে কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করি:

❋ মহিলা হলো, ঘরের সম্পদ এবং সম্পদকে লুকিয়ে ঘরে রাখা হয়, প্রত্যেকে দেখানোর মধ্যে বিপদ রয়েছে যে, কেউ চুরি করে নেবে। ঠিক এইভাবেই মহিলাদের লুকানো এবং পর পুরুষকে না দেখানো অবশ্যক।

❋ মহিলা ঘরে এমন যে, যেমন বাগানে ফুল আর ফুল বাগানে সু-সজ্জিত থাকে, যদি ছিড়ে বাইরে নিয়ে আসা হয় তবে নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক এই ভাবেই মহিলার বাগান হচ্ছে তার ঘর এবং তার সন্তান সন্ততি, এদের বিনা কারণে বাইরে এনো না নষ্ট হয়ে যাবে। মহিলাদের অন্তর খুবই স্পর্শকাতর, অল্পতেই সকল প্রকার প্রভাব গ্রহন করে নেয়, এই জন্য তাদের অপরিপক্ষ কাঁচ বলা হয়েছে।

❋ আমাদের এখানেও মহিলাকে দূর্বল জাতি বলা হয় এবং দূর্বল জিনিষকে পাথর থেকে দূরে রাখতে হয় যেন ভেঙ্গে না যায়। পর পুরুষের দৃষ্টি তাদের জন্য কঠিন পাথর স্বরূপ, তাই তাদের পর পুরুষ থেকে বাঁচাও।

❋ মহিলা নিজের স্বামী এবং নিজের বাপ-দাদা বরং পুরো খান্দানের ইজ্জত ও সম্মান এবং এর উদাহরণ সাদা কাপড়ের ন্যায়, সাদা কাপড়ের সামান্য দাগও দূর থেকে প্রকাশ পায় আর পর পুরুষের দৃষ্টি তার জন্য একটি কুৎসিত দাগ, তাই তাকে দাগ থেকে দূরে রাখো।

www.dawateislami.net

❋ মহিলার সবচেয়ে বড় প্রশংসা হচ্ছে যে, তার দৃষ্টি নিজের স্বামী ছাড়া আর কারো উপর না হওয়া, যদি তার দৃষ্টিতে কয়েকজন পুরুষ এসে যায় তবে এভাবে বুঝে নিন যে, মহিলা নিজের নৈপূণ্য হারিয়ে ফেলেছে, অতঃপর তার মন নিজের পরিবারে আর লাগবে না, ফলশ্রুতিতে এই ঘর অবশেষে ধ্বংস হয়ে যাবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা লক্ষ্য করলেন যে, মহিলাদের পর্দার মধ্যে থাকা কিরূপ জরুরী, অবস্থা দিন দিন সঙ্কটময় হচ্ছে, এজন্য আরো বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, আমরা যেন আমাদের ঘরের মহিলাদের ভালবাসা ও দয়া সহকারে বুঝাই, তাদের পর্দার গুরুত্ব এবং পর্দা না করার ক্ষতিসমূহ বর্ণনা করে তাদের পর্দার অনুসারী বানানো। কতিপয় সেই সব ইসলামী বোন যারা কোন সামাজিক অপারগতার কারণে ঘর থেকে বাইরে বের হয়, বিশেষ করে কোন সফরে বের হতে হয় তবে তারা পর্দা করে না, বরং নিজের বেপর্দা হওয়ার অযুহাত এভাবে বর্ণনা করে যে, আমাদের জন্য এরূপ করা সম্ভব নয়। এসকল ইসলামী বোনদের বুঝানোর জন্য হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে হাকীম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর এই ঘটনাটি যথেষ্ট। যেমনিভাবে-

কষ্ট সত্ত্বেও পর্দা ছাড়লেন না

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের সময় যখন ইসলামের শত্রুরা আবু জাহেলের ছেলে হযরত সায়্যিদুনা ইকরামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর স্ত্রী হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে হাকীম বিনতে হারিশ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا ইসলাম কবুল করলো তখন **রিসালতের** দরবারে আরয করলো: হে **আল্লাহ্ তাআলার রাসুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! ইকরামা (যে এখনো মুসলমান হয়নি) ইয়েমেনের দিকে পালিয়ে গেছে এবং সে এই বিষয়ে ভয়ে ছিলো যে, আপনি তাকে হত্যা করবেন, সুতরাং তাকে নিরাপত্তা দান করুন। অতএব **হুযুরে পুরনুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তার এই আবেদন গ্রহন করে সায়্যিদুনা ইকরামাকে নিরাপত্তা দান করলেন। অতঃপর হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে হাকীম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا ইকরামার সন্ধানে পর্দা সহকারে বের হয়ে গেলো এবং অবশেষে তেহামার সৈকতে পৌঁছলো।

www.dawateislami.net

এদিকে ইকরামাও এই সৈকতে পৌঁছে নৌকায় আরোহন করলো তখন নৌকা টলমল করতে লাগলো, নৌকার মাঝি বললো: একনিষ্ঠভাবে **রব (আল্লাহ্) তাআলা**কে স্মরণ করো। ইকরামা বললো: আমি কোন শব্দটি বলবো? সে বললো: لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه বলো! তখন সে বললো এই বাক্যের কারণেই তো আমি এখানে এসেছি, সুতরাং তুমি আমাকে এখানেই নামিয়ে দাও। এমন সময় হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে হাকীম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا তাকে দেখলেন এবং বলতে লাগলেন: হে আমার চাচাতো ভাই! আমি এমন এক মহান ব্যক্তিত্বের নিকট থেকে আসছি, যিনি খুবই দয়ালু এবং অনুগ্রহশীল, তিনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম। সুতরাং নিজেকে ধ্বংসে পতিত করো না! হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে হাকীম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর বার বার অনুরোধে ইকরামা থেমে গেলো, অতঃপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا তাকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে ফিরে আসার জন্য রাজি করালেন, এর পর উভয়ে মক্কা মুকাররমা زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا ফিরে আসলেন এবং হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে হাকীম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا নিজের স্বামী হযরত সায়্যিদুনা ইকরামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সাথে পর্দা সহকারে **নবুয়তে**র দরবারে উপস্থিত হলে, তিনি নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে ইসলাম গ্রহন করে নিলেন।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযায়িল, ৭/২৩২, হাদীস নং-৩৭৪১৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে আমাদের সবার জন্য অনেক মাদানী ফুল বিদ্যমান এবং এতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল হচ্ছে যে, হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে হাকীম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا ইসলাম কবুল করার পর নিজের স্বামীকেও ইসলামের সত্যতার ছায়ায় আনার জন্য কিরূপ দীর্ঘ সফর করলেন কিন্তু ইসলামী শিক্ষার উপর আমল কোনভাবেই ত্যাগ করলেন না এবং কঠিন সফরেও পর্দা সহকারে ছিলেন। আর এভাবেই অবশেষে তাঁর নিজের ঘরকে ইসলামী ঘর বানানোর ভাবনা সফল হলো এবং তাঁর স্বামীও ইসলামের রঙে রঙিন হয়ে গেলো। নিজের ঘরকে মাদানী রঙে রাঙাতে যদি আপনাকেও কষ্ট সহ্য করতে হয় তবে বুযুর্গানে দ্বীনদের কোরবানী সমূহ এবং তাঁদের পথে আসা কষ্টসমূহকে স্বরণ করুন আর মনে রাখবেন যে, এই বিপদজনক পথে চলা খুবই হিম্মত সমৃদ্ধ কাজ। সত্যিকার বিশ্বস্থতা তো এটাই যে, যখন নিজে মাদানী পরিবেশের বরকত দ্বারা উপকৃত হচ্ছো তবে পরিবারের অপর সদস্যদেরও তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী

www.dawateislami.net

অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সুগন্ধিত ও সুবাসিত আবেশ থেকে দূরে থাকতে না দেয়া। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দাওয়াতে ইসলামী দিন রাত উন্নতির পথে চলমান এবং প্রায় ১০৩টি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আসুন! আমি আপনাদের এই বিভাগ সমূহ থেকে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ **"আল মদীনা লাইব্রেরী"**র পরিচিতি তুলে ধরছি।

আল মদীনা লাইব্রেরী মজলিশের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী সুন্নাতের খেদমতের জন্য ১০০টিরও বেশি বিভাগে কাজ করে যাচ্ছে। সহজভাবে ইলমে দ্বীনের আলো ছড়ানো এবং মানুষদের ইসলামী শিক্ষা দ্বারা আলোকিত করানোর জন্য এই বিভাগ সমূহের মধ্যে একটি বিভাগ **"আল মদীনা লাইব্রেরী"** নামে প্রতিষ্ঠিত। যাতে অধ্যয়ন করার জন্য মনোরম পরিবেশ, অডিও, ভিডিও বয়ান ও মাদানী মুযাকারা শুনার এবং মাদানী চ্যানেল দেখার জন্য কম্পিউটার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আল মদীনা লাইব্রেরীতে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কীত শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه, ওলামায়ে আহলে সুন্নাত كَثَّرَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى এবং আল মদীনাতুল ইলমিয়ার কিতাব ও রিসালা এবং সিডি, ভিসিডি, মেমোরী কার্ড ইত্যাদি মজলিশের পক্ষ থেকে নির্দ্দিষ্ট সিস্টেম অনুযায়ী রাখার উৎসাহ প্রদান করা হয়। আমরাও এই সুযোগের উপকারীতা অর্জন করে ইলমে দ্বীনের বরকত দ্বারা লাভবান হতে পারি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের একটি মাদানী কাজ "চৌক দরস"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারাও গুণাহ থেকে বাঁচতে, আখিরাতের ভাবনা উদ্ভাসিত করতে এবং সুন্নাতের উপর আমল করার উৎসাহ পেতে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নেকীর কাজে উন্নতির লক্ষ্যে যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজে স্বতস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহন করুন। যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের একটি মাদানী কাজ হচ্ছে **"চৌক দরস"**। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ চৌক দরস

www.dawateislami.net

গলির কোণায়, মার্কেট বা কোন আলোকিত স্থানে মুসলমানদের মন্দকাজ থেকে বাঁচানো, নেকীর প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি, নামাযের নিয়মানুবর্তিতার মানসিকতা বানানোর পাশাপাশি ইলমে দ্বীনের অনেক বিষয় পৌঁছানোর মাধ্যম এবং মানুষের নিকট ইলমে দ্বীনের বিষয় পৌঁছানো প্রতিদান ও সাওয়াবের কাজ।

ফরমানে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "যে ব্যক্তি আমার উম্মত পর্যন্ত ইসলামী বিষয় পৌঁছায়, যেন এর দ্বারা সুন্নাত প্রতিষ্ঠা করা যায় বা তা দ্বারা বদ মাযহাবি দূর করা যায় তবে সে জান্নাতী।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/৪৫, হাদীস নং-১৪৪৬৬) অপর এক হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: "**আল্লাহ্ তাআলা** তাকে সতেজ রাখুক, যে আমার হাদীস শুনে, মুখস্থ রাখে এবং অন্যের নিকট পৌঁছায়।"

(সুনানে তিরমীযি, ৪/২৯৮, হাদীস নং-২৬৬৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চৌক দরসের খুবই বরকত রয়েছে, অনেক সময় চৌক দরসে অংশগ্রহনের বরকতে মানুষের জীবনে এমন মাদানী পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে যায় যে, সে তার গুণাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা করে নেকীর পথে পরিচালিত হয়ে যায়, আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

একাকী দরস দেয়ার বরকত

বাবুল মদীনা করাচীর লাইনজ এলাকার এক ইসলামী ভাই কিছুটা এভাবে বর্ণনা করেন, একদা আমি আমার ঘরের ছাদে দন্ডায়মান ছিলাম, হঠাৎ আমার দৃষ্টি গলিতে দন্ডায়মান পাগড়ীধারী এক ইসলামী ভাইয়ের উপর পড়ল। যিনি একাকী চৌরাস্তায় দরস দিচ্ছিলেন। একজন ইসলামী ভাইও তার দরস শোনার জন্য আসেনি। আমি তো এমনিতেই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে অনেক দূরে ছিলাম। কোন সবুজ পাগড়ীধারী লোক দেখলে পালিয়ে যেতাম কিন্তু জানিনা, তাকে একাকী দরস দিতে দেখে কেন আমার মন বিগলিত হয়ে গেলো, মনে মনে ভাবলাম, যখন বেচারার দরসে কেউ আসলনা, আমিই যাই। অতঃপর আমি চৌক দরসে অংশগ্রহণ করলাম। চৌক দরসে আমার অংশগ্রহন করাটাই আমার সংশোধনের মাধ্যম হয়ে গেলো এবং আমি মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। এ ঘটনা বর্ণনাকালীন সময়ে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি আমার এলাকা পর্যায়ের মাদানী ইনআমাতের

www.dawateislami.net

একজন যিম্মাদার। এমন এক সময় ছিল যখন আমি সবুজ পাগড়ীধারীদের দেখলে পালিয়ে যেতাম اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আজ আমার নিজের মাথায় সবুজ পাগড়ী শোভা পাচ্ছে।

(গীবতের ধ্বংসলীলা, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

"ভেলেন্টাইন ডে" (ভালবাসা দিবস) এর অশ্লীলতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমান যুগে মুসলমানদের আমলী অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছে, মুসলমানেরা দ্বীনি শিক্ষাকে ছেড়ে অন্যের আচার আচরণ নকল করাতে গর্ববোধ করে, বিশেষ করে তাদের বিশেষ দিন উদযাপন করাতে অনেক টাকা খরচ করে, সময় নষ্ট করে এবং কুদৃষ্টি, মদ্যপান এবং অপকর্মের (যিনা) ন্যায় গুণাহ করতেও এতটুকু লজ্জাবোধ করে না। এমনি নোংরা আয়োজন সাধারনত "ভেলেন্টাইন ডে"তেও হয়ে থাকে। এই দিনে লোকেরা শরীয়াতের সকল সীমাবদ্ধতাকে পদদলিত করে বিভিন্ন রকম গুণাহ করে থাকে। এই উৎসবকে উদযাপন করার পদ্ধতি এমন হয় যে, যুবক যুবতির বেপর্দা ও নির্লজ্জ মেলামেশা, উপহার আদান প্রদান সহ অশ্লীলতা ও নগ্নতার সকল প্রকার প্রদর্শনী প্রকাশ্যভাবে বা গোপনে যার যতটুকু সাধ্য করে থাকে, গিফট সপ এবং ফুলের দোকানে ভীড় বেড়ে যায় আর এই সামগ্রী গুলোর ক্রেতাও যুবক যুবতিরাই হয়ে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রে প্রকাশ্য না হওয়ার কারণে এই যুবক যুবতির জোড়া নিজেদের নাজায়িয চাহিদা পূরণ করার জন্য কোন নিরাপদ স্থানের তালাশ করে। এই উদ্দেশ্যে ভেলেন্টইর ডেতে হোটেলের বুকিং অন্যান্য দিনের চেয়ে বেড়ে যায়। মদের (مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ) প্রচুর ব্যবসা হয়, সমুদ্র সৈকতে বেপর্দা এবং অশ্লীলতার এক নতুন সমুদ্র দেখা যায়।

সেসব দেশ যেখানে অমুসলিমরা ধর্মীয় ও চারিত্রিক বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত থাকে এবং অশ্লীলতা ও নগ্নতা এবং যৌন উচ্ছন্নতার সর্বতভাবে আইনি ছাড় রয়েছে, সেই দিনের হট্টগোল থেকে অনেক সময় তারাও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে যায় এবং এর বিরুদ্ধে অনেক সময় কোথাও কোথাও চাপাস্বরে প্রতিবাদও দানা বাঁধতে থাকে।

www.dawateislami.net

খুবই দুঃখ ও আফসোসের বিষয় হলো যে, এই দিন অমুসলিমদের ন্যায় নির্লজ্জতা উদযাপনকারী অনেক মুসলমানও **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রদত্ত পবিত্র আহকামকে পেছনে ফেলে প্রকাশ্যে গুণাহ করে শুধু নিজের আমল নামার কালিমা বৃদ্ধি করছে না বরং মুসলিম সমাজের পবিত্রতাকেও সেই অহেতুকতা দ্বারা নাপাক করছে। কুদৃষ্টি, বেপর্দা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও নগ্নতা, পর নারী-পুরুষের মেলামেশা, হাসি ঠাট্টা, এই নাজায়িয সম্পর্ককে আরো গভীর করার জন্য উপহার বিনিময় এবং আরো অগ্রগামী হয়ে অপকর্ম পর্যন্ত পৌঁছা, এসবই সেই বিষয় যা সেই গুণাহের দিনে অতিমাত্রায় প্রবাহিত হয় আর এসব শয়তানি কাজ নাজায়িয ও হারাম হওয়াতে কোন মুসলমানের সমান্যতমও সন্দেহ হতে পারে না। কেননা, কোরআনে করীমের আলোকিত আয়াত ও **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য বাণী দ্বারা এই কাজগুলো হারাম হওয়া প্রমানিত।

“সাহাবিয়াত অউর পর্দা” রিসালার পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পর্দা সম্পর্কে খুবই উপকারী জ্ঞানার্জনের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত রিসালা **“সাহাবিয়াত অউর পর্দা”** এর অধ্যয়ন করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এই রিসালায় পর্দা সম্পর্কে কোরআন ও সুন্নাত থেকে সংক্ষিপ্ত মাদানী ফুল এবং বেপর্দা হওয়ার ধ্বংসলীলা, পর্দা সম্পর্কীত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিভিন্ন কিতাব থেকে সংক্ষিপ্ত কিছু মাদানী ফুলও খুঁজে পাবেন। এছাড়াও ভেলেন্টাইন ডেতে হওয়া বিভিন্ন অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার নিন্দা সম্পর্কীত আরো জ্ঞানার্জনের জন্য মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা **“ভেলেন্টাইন ডে”**ও অধ্যয়ন করুন।

হার গড়ি শরম ও হায়া সে ব্যস রাহে নীচি নযর,
পে'করে শরম ও হায়া বন কর রাহো আ'কা মুদাম।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নশ্বর পৃথিবী থেকে স্থানান্তরিত হওয়া ব্যক্তি থেকেও পর্দা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! আজকাল মহিলারা পর্দার ব্যাপারে বিভিন্ন তাল বাহানা করতে থাকে এবং পর্দার বিষয়ে অলসতা পরিলক্ষিত হয়, যদি আমরা পবিত্র সাহাবিয়াদের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُنَّ জীবনী পাঠ করি তবে জানা যায় যে, তাঁরা শুধু জীবিত লোকদের থেকে পর্দা করতেন না বরং নশ্বর পৃথিবী থেকে স্থানান্তরিত হওয়া ব্যক্তিদের থেকেও পর্দা করে ইতিহাসের সোনালী পাতা রঙিন করেছেন। যেমনিভাবে-

উম্মুল মুমিনিন, হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বলেন: "যখন আমি নিজের এই ঘরে প্রবেশ করতাম, যেখানে **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং আমার পিতা সমাহিত, তখন এই ভেবে আমি ওড়না নিতামনা যে, এখানে তো আমার স্বামী আর পিতাই রয়েছেন, কিন্তু যখন থেকে ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে সেখানে দাফন করা হয়েছে, তখন খোদার কসম! আমি তাঁর প্রতি লজ্জার কারণে পর্দা সহকারে উপস্থিত হতাম।"

(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا, ১০/১২, হাদীস নং-২৫৭১৮)

হাদীসের ব্যাখ্যা

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ **মিরাতুল মানাজিহ** ২য় খন্ডের ৫২৭ পৃষ্ঠায় এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: "অর্থাৎ যতদিন আমার হুজরায় **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) সমাহিত ছিলেন, ততদিন তো আমি মাথায় কাপড় দিয়ে বা না দিয়ে উভয় অবস্থায় হুজরা শরীফে চলে যেতাম, কেননা, না স্বামীর সাথে হিজাব রয়েছে, না পিতার সাথে, কিন্তু যখন থেকে হযরত ওমর (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) আমার হুজরায় দাফন হয়েছেন, তখন থেকে আমি চাদর না জড়িয়ে এবং পুরোপুরি পর্দা না করে হুজরা শরীফে যেতাম না। কেননা, হযরত ওমর (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) কে লজ্জা করতাম।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হাদীসে মুবারাকা থেকে অনেক মাসআলা জানতে পারলাম; **প্রথমতঃ** মৃত ব্যক্তিকে মৃত্যুর পরও সম্মান করা উচিৎ। ফকীহরা বলেন যে, মৃতের ঠিক সেভাবেই সম্মান করুন, যেভাবে জীবিত অবস্থায় করতেন।

www.dawateislami.net

দ্বিতীয়তঃ বুযুর্গদের কবরেরও আদব এবং তাদেরকেও লজ্জা ও শরম করা উচিৎ। **তৃতীয়তঃ** মৃত ব্যক্তি কবরের ভেতর থেকে বাহিরের লোকদের দেখেন এবং চিনেন। দেখুন! হযরত ওমর (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) এর প্রতি আয়েশা সিদ্দিকা (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا) তাঁর ওফাতের পরও লজ্জা করছেন এবং যদি তিনি বাইরের কোন জিনিষ না'ই দেখতেন তবে এই লজ্জা কেন? **চতুর্থতঃ** কবরের মাটি, চাউনি ইত্যাদি তো মৃতের দৃষ্টির জন্য আড়াল হতে পারে না কিন্তু যিয়ারতকারীর শরীরের পোষাক তাদের জন্য আড়াল, সুতরাং মৃত ব্যক্তি যিয়ারতকারীদের পোষাক পরিহিত অবস্থায় নগ্ন শরীর দেখে না, নয়তো হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا) এর চাদর জড়িয়ে যাওয়ার অর্থ কি ছিল? এটি কুদরতেরই বিধান।" **(মিরাতুল মানাজিহ, কবরোঁ কি যিয়ারত, ৩য় অধ্যায়, ২/৫২৭)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বয়ানের সারমর্ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা না-মাহরামদের সাথে মেলামেশার শাস্তি, ভেলেন্টাইন ডে উদযাপনের ধ্বংসলীলা এবং নির্লজ্জতার নিন্দা সম্পর্কে শ্রবণ করলাম, নিঃসন্দেহে নির্লজ্জতাই সমাজের ধ্বংসের কারণ।

☆☞ যখন দু'জন পুরুষ ও মহিলা একাকীত্বে থাকে তখন শয়তান তাদের অপকর্মে আগ্রহী করে তুলে।

☆☞ মহিলা হচ্ছে ঘরের সম্পদ, যা গোপন রাখা আবশ্যক, প্রত্যেকে দেখার কারণে চুরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

☆☞ পর্দার মানসিকতা তৈরীর জন্য সাহাবিয়াদের মুবারক চরিত্রে উপর দৃষ্টি দিন যে, তাঁরা প্রচন্ড কষ্টের মাঝেও পর্দা ছাড়েননি।

☆☞ বেপর্দা ও কুদৃষ্টির মাঝে **আল্লাহ্** ও **তাঁর প্রিয় রাসুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টি রয়েছে।

☆☞ কুদৃষ্টি হচ্ছে চোখের যিনা।

☆☞ কুদৃষ্টি হচ্ছে শয়তানের কাজ।

☆☞ বেপর্দাই সমাজে অশ্লীলতা প্রসারের অন্যতম কারণ।

☆☞ কুদৃষ্টি শয়তানের তীর সমূহের মধ্যে একটি বিষাক্ত তীর।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের নির্লজ্জতা, কুদৃষ্টি এবং বেপর্দা হওয়া থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন। اٰمِيۡن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيۡن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "**১০১ মাদানী ফুল**" থেকে সালাম সম্পর্কীত কয়েকটি মাদানী ফুল শ্রবণ করি।

মাদানী ফুল:

(১) মুসলমানদের সাথে সাক্ষাতের সময় সালাম করা সুন্নাত। (২) মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়াতের ১৬ তম খন্ডের ১০২ পৃষ্ঠায় লিখিত অংশের সারমর্ম হচ্ছে: "সালাম করার সময় অন্তরে যেন এ নিয়্যত থাকে যে, আমি যাকে সালাম করছি তার সম্পদ ও মান-সম্মান সবকিছু আমার হিফাযতে এবং আমি এসব কিছুর কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাকে হারাম মনে করছি।" (৩) দিনে যতবার সাক্ষাত হয়, এক রুম থেকে অন্য রুমে বারবার আসা যাওয়াতে সেখানে উপস্থিত মুসলমানদেরকে সালাম করা সাওয়াবের কাজ। (৪) আগে সালাম করা সুন্নাত। (৫) প্রথমে সালামকারী **আল্লাহ্ তাআলার** নৈকট্যশীল। (৬) প্রথমে সালাম প্রদানকারী ব্যক্তি অহংকার থেকে মুক্ত। যেমন- **আমাদের মক্কী মাদানী আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সর্বপ্রথম সালামকারী অহংকারমুক্ত।" (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা) (৭) প্রথমে সালাম প্রদানকারীর উপর ৯০টি রহমত এবং উত্তর প্রদানকারীর উপর ১০টি রহমত অবতীর্ণ হয়। (কিমিয়ায়ে সাআদাত) (৮) اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বললে দশটি নেকী অর্জন হয় সাথে وَرَحْمَةُ الله

বৃদ্ধি করলে ২০টি নেকী অর্জন হয় এবং وَبَرَكَاتُهٗ বৃদ্ধি করলে ৩০টি নেকী অর্জন হয়। অনেকেই সালামের সাথে জান্নাতুল মকাম এবং দোযখ হারাম ইত্যাদি শব্দ বৃদ্ধি করে এটা ভুল পদ্ধতি বরং অনেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে **আল্লাহ্**র পানাহ! এটা পর্যন্ত বলে আপনার সন্তান আমার গোলাম। আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ২২তম খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠায় লিখেন: "কমপক্ষে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ আর এর চাইতে উত্তম وَرَحْمَةُ الله মিলানো, সর্বোত্তম হচ্ছে وَبَرَكَاتُهٗ অর্ন্তভূক্ত করা এর অতিরিক্ত করা উচিত নয়। সালামকারী যত শব্দ বলেছে উত্তরে ততটুকু অবশ্যই বলুন উত্তম হচ্ছে কিছুটা বৃদ্ধি করা। সালাম প্রদানকারী اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বললে উত্তরে সে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله বলবে আর যদি সে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ বলে তবে উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهٗ বলবে। আর যদি وَبَرَكَاتُهٗ পর্যন্ত বলে তবে উত্তর প্রদানকারী ততটুকুই বলবে এর অতিরিক্ত বলবে না। وَاللهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ (৯) এভাবে উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهٗ বলে ৩০টি নেকী অর্জন করতে পারবেন। (১০) সালামের উত্তর সাথে সাথে এতটুকু আওয়াজে দেওয়া ওয়াজিব যেন সালাম প্রদানকারী শুনতে পায়। (১১) সালাম ও সালামের উত্তরের সঠিক উচ্চারণ মুখস্থ করে নিন। اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ এবার উত্তর পুনরাবৃত্তি করবেন وَعَلَيْكُمُ السَّلَام।

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

সিখনে সুন্নাতেঁ কাফেলে মে চলো,
লুটনে রহমতেঁ কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net